

উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

জোবায়ের এনামুল করিম*

১.০ ভূমিকা

১.১ উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এসব দেশে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রচেষ্টায় বা বিনিয়োগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে উঠে সরকারি খাতের ব্যাপক বিস্তৃতি একটি স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির এ প্রয়োজন মেটাতে বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রসারের তাগিদে বা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন প্রচুর সম্পদ। সমাজে প্রাপ্য সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; (১) প্রাকৃতিক সম্পদ, (২) আর্থিক সম্পদ ও (৩) মানব সম্পদ। সম্পদ আহরণ বলতে সম্পদ সংগ্রহ ও তার যথাযথ ব্যবহারকে বোঝায়। উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগের জন্য দু'ধরনের উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা হয়; (ক) অভ্যন্তরীণ ও (খ) বৈদেশিক। বর্তমান নিবন্ধে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের গুরুত্ব, এর উৎস, বাংলাদেশের কর কাঠামো, বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন করের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২.০ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের গুরুত্ব

২.১ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাত্রা অবশ্যই বাড়াতে হবে। কেননা, বৈদেশিক উৎস থেকে সম্পদ আহরণের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দু'ধরনের মূল্য দিতে হয় এবং এক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভরতা স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিক অবক্ষয় টেনে আনতে পারে, জাতীয়তাবাদী স্পৃহা বা সত্ত্বার বিকাশ বিলম্বিত করতে পারে; কখনো দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি ঝুঁকি বয়ে আনতে পারে। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা ঔপনিবেশিক বা আধা ঔপনিবেশিক ধারাকে দীর্ঘায়িত করতে পারে। স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ও নিজস্ব মতাদর্শের অনুসরণে দেশ গড়ার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

* গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ-লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২.২ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মৌলিক বিষয় হলো বিনিয়োগ বনাম ভোগের সমস্যা। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "ভোগ থেকে সরিয়ে বিনিয়োগে জাতীয় আয়ের বর্ধিত অংশ বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করা ছাড়া অর্থনৈতিক বিকাশের আর কোন বিকল্প নেই" ^১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন মতবাদের মূল সমস্যা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে একটি অর্থনীতি, পূর্বে যার জাতীয় আয়ের ৪ বা ৫ শতাংশ বা তার কম সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করত; তা থেকে সঞ্চয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের প্রায় ১২ থেকে ১৫ শতাংশে রূপান্তরিত করতে হবে। এটি মূল সমস্যা এ জন্য যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান বিষয় হলো দ্রুত পুঁজি সংগ্রহ (পুঁজির সাথে জ্ঞান ও দক্ষতা সহ)। ^২

২.৩ অর্থনীতিতে দু'টো-ফাঁক মতবাদ (Two-gap Theory) রয়েছে ; (ক) সঞ্চয়-বিনিয়োগ ফাঁক (Saving-Investment Gap) ও (খ) রপ্তানি-আমদানি ফাঁক (Export-Import Gap)। উন্নয়নশীল দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং রপ্তানি ও আমদানির মধ্যে ব্যবধানের কারণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

২.৪ উন্নয়নশীল দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রবণতা সারণী-১এ দেখা যায় :

সারণী-১

কতিপয় উন্নয়নশীল দেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রবণতা

দেশ	সঞ্চয় (জিডিপি'র শতাংশ)		বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশ)	
	১৯৭০	১৯৯২	১৯৭০	১৯৯২
বাংলাদেশ	৭	৬	১১	১২
নেপাল	৩	১২	৬	২২
ভারত	১৬	২২	১৭	২৩
পাকিস্তান	৯	১৪	১৬	২১
শ্রীলংকা	১৬	১৫	১৯	২৩
দক্ষিণ কোরিয়া	২৭	৩৫	২২	৩৪

উৎস : World Development Report 1994, pp 178-179

¹ Gunnar Myrdal, *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. (London : Gerald Duckworth & Co. Ltd. 1959)

² W. Arthur Lewis, "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour" in A. N. Agarwala and SP Sing (ed). *The Economics of Underdevelopment* (New Delhi, Oxford University Press, 1982) P. 416

২.৫ সঞ্চয় বিনিয়োগ ফাঁকের অনুরূপ রপ্তানি-আমদানি ফাঁক পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের গত ছ. বছরের রপ্তানি ও আমদানির মধ্যে ব্যবধান সারণী -২ এ উপস্থাপন করা হলো :

সারণী-২

বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানির প্রবণতা

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রপ্তানি	আমদানি	উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (-)
১৯৮৬-৮৭	৩,৩৬৮	৬,৮৫০	-৩,৪৮২
১৯৮৭-৮৮	৪,১১৬	৯,১৫৯	-৫,০৪৩
১৯৮৮-৮৯	৪,২৬৯	৯,৫০৮	-৫,২৩৯
১৯৮৯-৯০	৫,১৪১	১১,৩৩০	-৬,১৮৯
১৯৯০-৯১	৬,০২৭	১১,১৫৫	-৫,১২৮
১৯৯১-৯২	৭,৪২২	১৩,২২৪	-৫,৮০২

উৎস : Statistical Pocket Book of Bangladesh 1993, pp. 205

২.৬ সারণী-১ ও সারণী -২ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়ের ঘাটতি রয়েছে এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করছে। এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ছাড়া বিকল্প নেই।

৩.০ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের উৎস

৩.১ একটি দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদ প্রধানত দু'টো উৎস থেকে আহরিত হয়ে থাকে; (ক) কর রাজস্ব ও (খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব। কোনরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধার আশা না করে জনসাধারণ বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রকে যে অর্থ প্রদান করে থাকে তাকেই কর বলে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকারের মোট রাজস্বের আশি ভাগেরও বেশি কর থেকে সংগৃহীত হয়, সেহেতু নিবন্ধের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কর রাজস্ব। কর দু'প্রকার; (১) প্রত্যক্ষ কর ও (২) পরোক্ষ কর। যে ব্যক্তির ওপর কর ধার্য করা হয়েছে যদি শেষ পর্যন্ত তাকেই করের আর্থিক ভার বহন করতে হয় তাহলে এরূপ করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। অর্থাৎ যে করের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব অর্থাৎ করঘাত (Impact) ও চূড়ান্ত প্রভাব অর্থাৎ করপাত (Incidence) একই ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের ওপর পড়ে তা প্রত্যক্ষ কর। আয়কর, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করের দৃষ্টান্ত। অপরপক্ষে যদি করদাতা করের চূড়ান্ত প্রভাব নিজের ওপর থেকে সরিয়ে অপর ব্যক্তির ওপর ফেলতে পারেন, তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলে। এক্ষেত্রে করঘাত ও করপাত পৃথক ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের ওপর পড়ে। আমদানির ওপর শুল্ক, বিক্রয় কর ইত্যাদি পরোক্ষ করের উদাহরণ।

৩.২ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদ দু'টো উৎস থেকে আহরিত হয়ে থাকে :

(ক) কর রাজস্ব ও (খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব।

ক. কর রাজস্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত

- ১) আয় ও সম্পদ কর (প্রত্যক্ষ কর)
- ২) পণ্য ও অন্যান্য কার্যক্রমের ওপর কর (আমদানি শুল্ক, আবগারী শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, বিক্রয় কর)
- ৩) অন্যান্য কর (মোটর যানবাহন কর, বিদ্যুৎ শুল্ক, স্ট্যাম্প শুল্ক ইত্যাদি)।

খ. কর বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত

- ১) সরকারী সম্পত্তি থেকে আয় (রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের লভ্যাংশ)

-সুদ থেকে প্রাপ্তি

-অন্যান্য সরকারী সম্পত্তি থেকে আয়, যথা-বন, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি

- ২) ফি ও আনুষঙ্গিক প্রাপ্তি, যেমন টেলিভিশন, রেডিও, ডিসিআর রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি।

৪.০ বাংলাদেশের কর কাঠামো

৪.১ বাংলাদেশের কর কাঠামো সম্পর্কে সারণী-৩ থেকে ধারণা পাওয়া যাবে এবং রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা সারণী-৪ এ দেখা যেতে পারে :

সারণী-৩

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত খাতওয়ারী রাজস্ব আদায় বিবরণী

১৯৯১-৯২ - ১৯৯৩-৯৪

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	১৯৯১-৯২	%	১৯৯২-৯৩	%	১৯৯৩-৯৪	%
আমদানি/রপ্তানি শুল্ক	২৭৪৬.০২	৩৩.৩৭	২৮৭৫.৭২	৩৩.৬৯	২৯৮৩.৫৮	৩৩.১৭
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	১২৬৯.৭৪	১৭.২৮	১৭৩১.৭৭	২০.২৯	১৭১৩.৪৯	১৯.০৫
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	২৫.৭১	০.৩৫	৩১.১২	০.৩৬	৭০.৪১	০.৭৮
বাণিজ্যসম্পৃক্তমোট :	৪০৪১.৪৭	৫৫.০০	৪৬৩৮.৬১	৫৪.৩৪	৪৭৬৭.৪৮	৫৩.০০
আবগারী শুল্ক	১৪০৩.৩৫	১৯.১০	৩৩০.৯০	৩.৮৭	১৫৭.৯৭	১.৭৬
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে)	৪৬৫.৫৩	৬.৩৪	৮৩১.৯৬	৯.৭৪	১০৩২.৭৫	১১.৪৮
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে)	২৬.০১	০.৩৫	৯৮১.২৩	১১.৫০	১১৮২.৪০	১৩.১৫
স্থানীয় উৎপাদন সম্পৃক্ত মোট :	১৮৯১.৮৯	২৫.৭৯	২১৪৪.০৯	২৫.১১	২৩৭৩.১৪	২৬.৩৯
আয়কর	১২৯৪.০৩	১৭.৬১	১৬১৩.১৫	১৮.৮৯	১৭০৪.৯০	১৮.৯৫
অন্যান্য কর	১১৭.০৪	১.৬০	১৪১.৯৩	১.৬৬	১৫০.০১	১.৬৬
সর্বমোট	৭৩৫৭.৭৩	১০০	৮৫৩৭.৭৮	১০০	৮৯৯৫.৫১	১০০

উৎস : বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৩-৯৪, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পৃষ্ঠা-৪ (১৯৯১ সনের ১লা জুলাই থেকে আবগারী শুল্ক ও বিক্রয় করের (ব্যতিক্রম ব্যতিত) স্থলে ভ্যাট আরোপ করা হয়।)

সারণী-৩ এ বাংলাদেশে পরোক্ষ করের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯১-৯৪ সময়কালে মোট করের ৮০% ভাগের বেশি পরোক্ষ কর থেকে সংগৃহীত হয়েছে। পরোক্ষ করের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, আবগারী, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক কর উল্লেখযোগ্য। এ সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্য সম্পৃক্ত (আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে) করের অবদান স্থানীয় উৎপাদন সম্পৃক্ত করের থেকে দ্বিগুণেরও বেশি। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে যে হারে আবগারী শুল্ক আদায় হয়েছে (১৯.১০%) পরবর্তী অর্থ বছরে অর্থাৎ ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ বছরে এ উৎস থেকে আদায়ের পরিমাণ তার থেকে অত্যধিক হারে (যথাক্রমে ৩.৮৭% ও ১.৭৬%) কমেছে। এর কারণ হচ্ছে ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে অধিকাংশ আবগারী শুল্কের পরিবর্তে মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা হয়।

সারণী-৪

বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা : ১৯৯১ - ৯২ - ১৯৯৩ - ৯৪

(কোটি টাকায়)

১। করসমূহ থেকে প্রাপ্তি :	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪*
(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৭৩৪৭.৭৩	৮৫৩৭.৭৮	৮৯৯৫.৫১
(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত	৫৫৩.০০	৬১৭.২০	৬৮৩.৫৬
করসমূহ থেকে মোট প্রাপ্তি :	৭৯০০.৭৩	৯১৫৪.৯৮	৯৬৭৯.০৭
২। কর ব্যতীত প্রাপ্তি	১৯১৬.০০	২০৬৭.০০	২৫৪৮.৭৮
৩। জিডিপি (বাজার মূল্য)	৯০৬৫০.২০	৯৬৮৮০.৪০	১০১৪৩৩.৭৮**
৪। জিডিপি তে কর রাজস্বের অবদান	৮.৭২%	৯.৪৫%	৯.৫৪%
৫। জিডিপি মোট রাজস্বের অবদান	১০.৮৩%	১১.৫৮%	১২.০৬%

৪.২ বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ক) উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের জিডিপি তে রাজস্বের অবদান কম। বিগত তিন বছরে এ হার মোটামুটিভাবে বেড়েছে। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে এ হার ছিল ১০.৮৩%, ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১১.৫৮% এবং ১২.০৬% তে দাঁড়িয়েছে।

* সাময়িক তথ্য ভিত্তিক।

** প্রবৃদ্ধি ৪.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি অনুমান সাপেক্ষে।

উৎস : বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৩-৯৪, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পৃঃ ৩।

- খ) অনুরূপভাবে জিডিপি তে কর রাজস্বের অবদান বেড়েছে। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে এ হার ছিল ৮.৭২%, ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে এ হার ৯.৫৪% উন্নীত হয়।
- গ। দেশের রাজস্বের সিংহভাগ এখনও পরোক্ষ কর থেকে আদায় হয়। তার মধ্যে বহিঃশুল্কের অবদান সবচেয়ে বেশি। ১৯৯৩-৯৪ সনে আমদানী শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত মোট রাজস্বের ৫৩ শতাংশ আদায় হয় এ খাত থেকে। স্থানীয় পরোক্ষ করের (আবগারী শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক) হিস্যা ২৬.৩৯ শতাংশ, অর্থাৎ পরোক্ষ কর থেকে মোট প্রাপ্তি ৭৯.৩৯ শতাংশ।
- ঘ। পরোক্ষ করের প্রায় এক চতুর্থাংশ আসে দেশীয় দ্রব্যের ওপর থেকে। মাত্র কয়েকটি দ্রব্য যথা তামাক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস ও পাটজাত দ্রব্যের ওপর থেকেই উল্লেখযোগ্য অংশ সংগৃহীত হয়। ১৯৯১-৯২ থেকে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের ফলে অধিক পণ্য ও সেবা করের আওতায় এনে এর পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলছে।
- ঙ। ব্যক্তিগত আয় থেকে সংগৃহীত আয়কর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ মাত্র ১৮.৯৫ শতাংশ।
- চ। প্রত্যক্ষ করের প্রায় ৭৫% ভাগ যৌথ কারবার (Corporate Tax) থেকে আসে।
- ছ। অন্যান্য কর বাবদ ১.৬৬ শতাংশ আদায় হয়েছে।
- জ। ১৯৯৩-৯৪ সনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংগ্রহের পরিমাণ দেশের মোট রাজস্বের ৭৩.৫৭ শতাংশ এবং মোট কর রাজস্বের ৯২.৯৪ শতাংশ।
- ৪.৩ এছাড়া করকাঠামো অসম, কারণ (ক) কৃষি আয়কে কর থেকে রেহাই এবং (খ) কর ছুটি ব্যক্তিগত আয় করের ভিত্তিতে ভাঙ্গন ধরায়। এ ধরনের কিছু সমস্যার সমাধান বিশেষ করে পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাবলী সমাধানকল্পে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে যান্ত্রিক শিল্পসহ আমদানি স্তরে প্রাথমিক মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তনের সুপারিশ করে। (৩) বাংলাদেশ সরকার ১লা জুলাই, ১৯৯১ থেকে যান্ত্রিক শিল্পসহ আমদানি স্তরে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করেছে। মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কে আলোচনার আগে মূল্য সংযোজন কী সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

৫.০ মূল্য সংযোজন কী?

৫.১ মূল্য সংযোজন বলতে কোন চূড়ান্ত দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয় এবং উক্ত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝায়।

মূল্য সংযোজন করের ধারণাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় :

মূল্য সংযোজন = চূড়ান্ত দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয় — কাঁচামালের ব্যয়
উদাহরণ : তুলা → সূতা → কাপড় → তৈরি পোষাক

সারণী-৫

চূড়ান্ত দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয়, কাঁচামালের ব্যয় ও মূল্য সংযোজন

উৎপাদন স্তর	চূড়ান্ত দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয় (টাকা)	কাঁচামালের ব্যয় (টাকা)	মূল্য সংযোজন (টাকা)
তুলা	১৫	০	১৫
সূতা	২৫	১৫	১০
কাপড়	৪০	২৫	১৫
তৈরি পোষাক	৬০	৪০	২০
মোট	১৪০	৮০	৬০

৬.০ মূল্য সংযোজন কর

৬.১ মূল্য সংযোজন কর হচ্ছে মোট উৎপাদিত পণ্য মূল্যের ওপর আরোপিত কর থেকে মোট উপকরণ মূল্যের উপর আরোপিত করের বিয়োগফল। সারণী-৬ থেকে মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

৭.০ বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন করের প্রধান বৈশিষ্ট্য

৭.১ মূল্য সংযোজন করের ভিত্তি ব্যাপক। শুধুমাত্র প্রাথমিক কৃষিজাত দ্রব্যাদি ব্যতীত দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত এবং প্রক্রিয়াজাত অধিকাংশ দ্রব্যাদি এবং তালিকাভুক্ত ৩১টি সেবার ওপর বিদ্যমান আবগারী শুল্কের বদলে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া, আমদানির ওপর প্রচলিত বিক্রয় করের বদলে এই কর আরোপ করা হয়েছে।

৭.২ একক স্তর বিশিষ্ট কর ব্যবস্থার প্রবর্তন। পূর্বে কোন উৎপাদনকারীকে উৎপাদনের উপকরণ ক্রয়ের সময় একবার এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সময় আবার কর দিতে হতো; কিন্তু মূল্য সংযোজন কর দৈত্ব করের অবসান ঘটিয়ে কেবল উৎপাদিত পণ্যের মোট বিক্রয়ের উপর ধার্য করা হয়েছে এবং উপকরণ ক্রয়ের সময় যে কর দেয়া হয়, তা বাদ দিয়ে নীট অংশটুকু কর হিসেবে জমা দিতে হয়।

সারণী-৬
মূল্য সংযোজন কর

আমদানিকৃত উপকরণ	উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদিত মূল্য	উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন মূল্য	উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন মূল্য
নির্ধারিত মূল্য	৬০০ টাকা	৮০০ টাকা	১০০০ টাকা
*৩০০ টাকা	মূল্য সংযোজন	মূল্য সংযোজন	মূল্য সংযোজন
মূল্য সংযোজন কর=৮৫ টাকা	কর=৯০ টাকা	কর=১২০ টাকা	কর=১৫০ টাকা
মূল্য সংযোজন করসহ অনুমিত মূল্য ৩৪৫ টাকা	প্রদত্ত নীট কর ৯০ টাকা-৮৫ টাকা=৪৫ টাকা	প্রদত্ত নীট কর ১২০ টাকা-৯০ টাকা=৩০ টাকা	প্রদত্ত নীট কর ১৫০ টাকা-১২০ টাকা=৩০ টাকা
আমদানি পর্যায়	প্রথম উৎপাদক	দ্বিতীয় উৎপাদক	তৃতীয় উৎপাদক
সরকারি রাজস্ব ৪৫ টাকা +	সরকারি রাজস্ব ৪৫ টাকা +	সরকারি রাজস্ব ৩০ টাকা +	সরকারি রাজস্ব ৩০ টাকা + মোট সরকারি রাজস্ব ১৫০ টাকা

*খরচ, বীমা ও মাসুল মূল্য (সি. আই. এফ) + আমদানি শুল্ক + উন্নয়ন সারচার্জ

৭.৩ মূল্য সংযোজন করের আওতাভুক্ত সকল উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার ক্ষেত্রে একটি একক হার চালু করা হয়েছে যা শতকরা ১৫ ভাগ।

৭.৪ রপ্তানিকৃত চূড়ান্ত পণ্যে কোন কর আরোপ করা হয়না এবং রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণে প্রদত্ত মূল্য সংযোজন করসহ অন্য সকল প্রকার কর ফেরৎ দেয়া হয়। এর মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের উৎসাহ প্রদান করা হয়।

৭.৫ যে সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক টার্ন-ওভারের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা বা তার উর্ধ্বে, সে সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা হয়। ১৫ লক্ষ টাকার নিচের প্রতিষ্ঠানের ওপর শতকরা ২ ভাগ হারে টার্ন-ওভার ট্যাক্স আরোপ করা হয়।

৭.৬ কুটির শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর ওপর কোন প্রকার মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা হয় না।

৭.৭ মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হয় শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা সরবরাহের সময়ে।

৭.৮ এ অবস্থায় করদাতাদের কর এড়ানোর সুযোগ কম। এ নতুন কর ব্যবস্থায় উপকরণ রেয়াতের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি পরীক্ষা এবং কর ভার উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বন্টনের জন্য কর এড়ানোর সুযোগ কমে আসে। এ অবস্থায় রেয়াত কার্যকর হবার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতাগণ দলিলপত্র (বিক্রয় পুস্তক, ক্রয় পুস্তক ও চলতি হিসাব

পুস্তক) সংরক্ষণের জন্য নিজ থেকেই সচেতন হয়ে ওঠেন। প্রত্যেক করদাতা পরস্পর প্রতিপরীক্ষায় লিপ্ত হন, তাই কর এড়ানো এ কর ব্যবস্থায় কঠিন হয়ে পড়ে।

৭.৯ বিলাসজাত এবং সামাজিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য এবং সেবার ওপর শতকরা ১০ থেকে ৩৫০ ভাগ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়ে থাকে।

৭.১০ সিগারেট, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেটোলিয়াম জাতীয় উৎপাদনকে (যা আবগারী শুল্কের প্রধান উৎস) ১৯৯২-৯৩ সনে ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে।

৭.১১ যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান করারোপযোগ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন এবং যাদের বাৎসরিক টার্নওভার আইন বা বিধিমালা কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপর তাদেরকে অবশ্যই মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে নিবন্ধিত হতে হবে। উল্লেখ্য, বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিবন্ধিত না হওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ।

৭.১২ এ কর ব্যবস্থায় প্রত্যেক করদাতাকে একটি নির্ধারিত ফরমে মাসিক দাখিল পত্র (মাসিক পরিশোধ ফরম) স্বীয় সার্কেল অফিসে জমা দিতে হয়। যদি কোন করদাতা মাসিক দাখিলপত্র পরবর্তী মাসের ২০ দিনের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

৮.০ বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর : প্রাসংগিক ভাবনা

৮.১ তাত্ত্বিকভাবে মূল্য সংযোজন কর অত্যন্ত ভাল ব্যবস্থা। কারণ, এ কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে (১) বিদ্যমান সংকীর্ণ কর ভিত্তিতে ব্যাপককরণ করা সম্ভব, (২) কর পদ্ধতি সহজতর হয়, (৩) জিডিপির সাথে করকে স্থিতিস্থাপক করা যায়, (৪) রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদান এবং (৫) বিনিয়োগ ও উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

৮.২ কোন কর ব্যবস্থার সাফল্য শুধুমাত্র উন্নত কর কাঠামো ও কর হারের ওপর নির্ভর করে না বরং কিভাবে কর ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হচ্ছে তার ওপরও নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হলো দুর্বল বাস্তবায়ন। VAT এর সাফল্যও নির্ভর করে উন্নত ব্যবস্থাপনা ও উন্নত হিসাব ব্যবস্থার ওপর। ফিলিপাইনকে VAT চালু করে প্রথম বছর দুর্বল বাস্তবায়নের কারণে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও উন্নত হিসাব ব্যবস্থা চালু না করে VAT প্রবর্তন করার ফলে গুয়েতেমালায় বিপর্যয় এসেছিল ১৯৮৩ সালে, যখন সে দেশে এই কর প্রথম চালু হয়^৪।

৮.৩ কর ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পুনর্গঠন করতে হবে। মাঠ পর্যায়সহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন শাখা/বিভাগকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা, দায়িত্বাবলী পুনর্বন্টন করা, অধিক জনবল নিয়োগ এবং কর্ম পদ্ধতির

^৪ Omar Haider Chowdhury. *Domestic Resource Mobilization Prospects in the Fourth Five Year Plan (1990-95)* A Paper presented at the seminar on the Fourth Five Year Plan organized by the BEA, P 13

পুস্তক) সংরক্ষণের জন্য নিজ থেকেই সচেতন হয়ে ওঠেন। প্রত্যেক করদাতা পরস্পর প্রতিপরীক্ষায় লিপ্ত হন, তাই কর এড়ানো এ কর ব্যবস্থায় কঠিন হয়ে পড়ে।

৭.৯ বিলাসজাত এবং সামাজিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য এবং সেবার ওপর শতকরা ১০ থেকে ৩৫০ ভাগ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়ে থাকে।

৭.১০ সিগারেট, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেটোলিয়াম জাতীয় উৎপাদনকে (যা আবগারী শুল্কের প্রধান উৎস) ১৯৯২-৯৩ সনে ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে।

৭.১১ যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান করারোপযোগ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন এবং যাদের বাৎসরিক টার্নওভার আইন বা বিধিমালা কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপর তাদেরকে অবশ্যই মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে নিবন্ধিত হতে হবে। উল্লেখ্য, বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিবন্ধিত না হওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ।

৭.১২ এ কর ব্যবস্থায় প্রত্যেক করদাতাকে একটি নির্ধারিত ফরমে মাসিক দাখিল পত্র (মাসিক পরিশোধ ফরম) স্বীয় সার্কেল অফিসে জমা দিতে হয়। যদি কোন করদাতা মাসিক দাখিলপত্র পরবর্তী মাসের ২০ দিনের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

৮.০ বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর : প্রাসংগিক ভাবনা

৮.১ তাত্ত্বিকভাবে মূল্য সংযোজন কর অত্যন্ত ভাল ব্যবস্থা। কারণ, এ কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে (১) বিদ্যমান সংকীর্ণ কর ভিত্তিতে ব্যাপককরণ করা সম্ভব, (২) কর পদ্ধতি সহজতর হয়, (৩) জিডিপির সাথে করকে স্থিতিস্থাপক করা যায়, (৪) রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদান এবং (৫) বিনিয়োগ ও উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

৮.২ কোন কর ব্যবস্থার সাফল্য শুধুমাত্র উন্নত কর কাঠামো ও কর হারের ওপর নির্ভর করে না বরং কিভাবে কর ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হচ্ছে তার ওপরও নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হলো দুর্বল বাস্তবায়ন। VAT এর সাফল্যও নির্ভর করে উন্নত ব্যবস্থাপনা ও উন্নত হিসাব ব্যবস্থার ওপর। ফিলিপাইনকে VAT চালু করে প্রথম বছর দুর্বল বাস্তবায়নের কারণে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও উন্নত হিসাব ব্যবস্থা চালু না করে VAT প্রবর্তন করার ফলে গুয়েতেমালায় বিপর্যয় এসেছিল ১৯৮৩ সালে, যখন সে দেশে এই কর প্রথম চালু হয়^৪।

৮.৩ কর ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পুনর্গঠন করতে হবে। মাঠ পর্যায়সহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন শাখা/বিভাগকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা, দায়িত্বাবলী পুনর্বন্টন করা, অধিক জনবল নিয়োগ এবং কর্ম পদ্ধতির

^৪ Omar Haider Chowdhury. *Domestic Resource Mobilization Prospects in the Fourth Five Year Plan (1990-95)* A Paper presented at the seminar on the Fourth Five Year Plan organized by the BEA, P 13

উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন। কিভাবে এ পুনর্গঠন করতে হবে তার ওপর সমীক্ষা পরিচালিত হতে পারে।

৮.৪ নতুন কর ব্যবস্থা সার্বকভাবে প্রবর্তনের জন্য ব্যাপক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে এ কর সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই করের উদ্দেশ্য, এর কাঠামো, গণনা পদ্ধতি, দলিলপত্র সংরক্ষণ ও আইনগত দিক সম্পর্কে কর দাতাদের অবহিত করবেন।

৮.৫ উন্নত হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য VAT কে কম্পিউটারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। কারণ কম্পিউটারের সাহায্যে উপাও তথ্যাদি সংগ্রহ, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ সুসংহতভাবে করা যেতে পারে।

৮.৬ নতুন কর ব্যবস্থার সাথে মুদ্রানীতি, মুদ্রা বিনিময় হার নীতি ও বাণিজ্য নীতির সংগতি বিধান করতে হবে।

৮.৭ উন্নয়নশীল দেশের গণজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুদ্ধাচারীনতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। 'কোমল রাষ্ট্র' বলে অভিহিত এসব দেশে দুর্নীতিপরায়ণতা, স্বজনপ্রীতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। দুর্নীতি নির্মূল করতে না পারলে মূল্য সংযোজন কর অর্থহীন হয়ে যাবে।

৮.৮ পরিশেষে বলা যায় স্বনির্ভর উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমান ভোগের পরিমাণ ব্যাপকভাবে ত্যাগ করার জন্য জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন। জনগণের কাছে একটি যথাযথ জবাবদিহি ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি সম্ভব। কারণ উন্নয়ন হচ্ছে মূলত একটি রাজনৈতিক দায়িত্ব।

৯.০ উপসংহার

৯.১ স্বনির্ভর উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ আর্থিক সম্পদ আহরণের মাত্রা অবশ্যই বাড়তে হবে। এ ক্ষেত্রে কর রাজস্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান কর ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন যথার্থ। এ কর প্রবর্তনকারী দেশসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা প্রশাসনিক জটিলতা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে সাফল্য অর্জন করেছে।

৯.২ তবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ কর ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। পরোক্ষ কর ছাড়া প্রত্যক্ষ কর যথা-আয়কর ও ভূমি উন্নয়ন কর কাঠামোর (কর পদ্ধতি, করের হার, করদাতা ইত্যাদি) আমূল পরিবর্তন করতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আহমেদ, নাসিরউদ্দীন ও তারেক, মোহাম্মদ (সম্পাদিত), ১৯৯৩, *উন্নয়ন অর্থনীতি বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন-।
২. Chowdhury, Omar Haider, (1990-95), *Domestic Resource Mobilization Prospects in the Fourth Five Year Plan*. A paper presented at the seminar on the Fourth Five Year Plan organized by the BEA.
৩. Chowdhury, Omar Haider and Hossain, Mahabub (1988), "Tax Structure of Bangladesh : An Overview" *The Bangladesh Development Studies*, Vol. XVI, No.4, December,
৪. Faaland Just and parkinson, J. R. (1989), *Aid Conditionality the Governance Gap*. Dhaka : BIDS, January.
৫. Government of the People's Republic of Bangladesh. *The Fourth Five Year Plan 1990-95* (Draft). Dhaka: Planning Commission, June.
৬. Haque, Wahidul and Rahman, Sultan H, (1988), *An Optimal Macroeconomic Planning Model for the Bangladesh Economy : Strategies for Self-reliant Developmen*. Dhaka : BIDS.
৭. Lewis, W, Arthur, (1954), "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour" in A. N. Agarwala and S.P. Singh (ed), *The Economics of Under development*. New Delhi: Oxford University Press.
৮. Myrdal, Gunnar. (1969), *Economic Theory and Under developed Regions*. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd.
৯. Myrdal, Gunnar, (1968), *Asian Drama* (Vol. 11) London : The Penguin Press.
১০. Report of the Bangladesh Tax Mission, (1990), *Value Added Tax*. January.
১১. Sobhan, Rehman and Tajul Islam, (1988), "Foreing Aid and Domestic Resource Mobilisation in Bangladesh". *The Bangladesh Development Studies*. Vol. XVI, No.2, June,
১২. The Workd Bank. (1989), *Bangladesh: An Agenda for Tax Reform* (in Three Volumes). December 15.